রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা

কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

মঙ্গলবার, মার্চ ১৬, ২০১০

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়

লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ

মুদ্রণ ও প্রকাশনা শাখা।

প্রজ্ঞাপন

তারিখ, ১১ মার্চ ২০১০

নং ৪৬-আঃমঃ (লেঃসঃ) (মুঃপ্রঃ) (অনুবাদ)—সরকার, কার্যবিধিমালা, ১৯৯৬ এর প্রথম তফসিল (বিভিন্ন মন্ত্রণালয় এবং বিভাগের মধ্যে কার্যবন্টন) এর আইটেম ৩০ এর ক্রমিক ৭ ও ১০ এবং মন্ত্রিপরিষদের বিগত ৩-৭-২০০০ইং তারিখের সভায় গৃহীত সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের নিমিত্ত বয়লার আইন, ১৯২৩ (১৯২৩ সনের ৫ নং আইন) এর নিম্নরূপ বঙ্গানুবাদ সর্বসাধারণের জ্ঞাতার্থে প্রকাশ করিল।

মোঃ আনোয়ার হোসেন

সহকারী সচিব।

[ইংরেজীতে প্রণীত এবং জানুয়ারি, ২০০৭ ইং সন পর্যন্ত সংশোধিত আইনের অনূদিত বাংলা পাঠ]

বয়লার আইন, ১৯২৩

১৯২৩ সনের ৫ নম্বর আইন

[২৩ ফেব্রুয়ারি, ১৯২৩]

বাষ্পীয় বয়লার সংক্রান্ত আইন সংহত ও সংশোধনকল্পে প্রণীত আইন।

যেহেতু, বাষ্পীয় বয়লার সংক্রান্ত আইন সংহত ও সংশোধন করা সমীচীন;

সেহেতু, নিম্ন বর্ণিত আইন প্রণয়ন করা হইল ঃ—

১। **সংক্ষিপ্ত শিরোনাম, ব্যাপ্তি ও প্রবর্তন।**—(১) এই আইন বয়লার আইন, ১৯২৩ নামে অভিহিত হইবে।

(২) ইহা সমগ্র বাংলাদেশে প্রযোজ্য হইবে।

(৩) সরকার , সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, যে তারিখ নির্ধারণ করিবে সেই তারিখে ইহা বলবৎ হইবে।

২। **সংজ্ঞা।**—বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্থী কোন কিছু না থাকিলে এই আইনে,—

(ক) **"দুর্ঘটনা"** অর্থ কোন বয়লার অথবা বাষ্পনলে বিস্ফোরণ অথবা কোন বয়লার বা বাষ্পনলের এইরূপ ক্ষয়ক্ষতি যাহাতে উহার শক্তি কমিয়া বিস্ফোরণ ঘটিবার আশঙ্কা থাকে;

(কক) **"বোর্ড"** অর্থ ধারা ২৭ক এর অধীন গঠিত বয়লার বোর্ড;

(খ) **"বয়লার"** অর্থ ২২.৭৬ লিটারের অধিক ক্ষমতা বিশিষ্ট কোন বদ্ধ আধার বা পাত্র যাহা চাপের (pressure) মাধ্যমে কেবল বাষ্প উৎপাদন কার্যে ব্যবহৃত হয় এবং সেইসাথে উক্ত আধার বা পাত্রের সহিত সংযুক্ত কোন উত্তোলন যন্ত্র অথবা অন্য কোন ফিটিংস যাহা বাষ্প বন্ধ হইবার সময় সম্পূর্ণ বা আংশিকভাবে চাপযুক্ত থাকে;

(গ) **"প্রধান পরিদর্শক"** এবং "পরিদর্শক" অর্থ এই আইনের অধীন যথাক্রমে প্রধান পরিদর্শক ও পরিদর্শক হিসাবে নিয়োগপ্রাপ্ত কোন ব্যক্তি;

(গগ) **"ইকোনোমাইজার (economiser)"** অর্থ যোগান নলের যে অংশ সম্পূর্ণ বা আংশিকভাবে গ্যাস বাহির হওয়ার অংশের সহিত অপচিত তাপ উদ্ধারের উদ্দেশ্যে খুলিয়া রাখা হয়;

(গগগ) **"যোগান নল (feed pipe)"** অর্থ কোন পাইপ বা সংযুক্ত ফিটিংস যাহার মধ্য দিয়ে সম্পূর্ণ বা আংশিক চাপের ফলে সরবরাহকৃত পানি (feed water) সরাসরি বয়লারের ভিতর প্রবাহিত হয় তবে উহা বয়লারের অবিচ্ছেদ্য অংশ গঠন করে না;

(ঘ) **"মালিক"** অর্থে মালিকের প্রতিনিধি হিসাবে বয়লার ব্যবহারকারী কোন ব্যক্তি এবং বয়লারের মালিকের নিকট হইতে ভাড়ায় অথবা ধারে লইয়া বয়লার ব্যবহারকারী কোন ব্যক্তিও অন্তর্ভুক্ত হইবে;

(ঙ) **"নির্ধারিত"** অর্থ এই আইনের অধীন প্রণীত বিধি বা প্রবিধি দ্বারা নির্ধারিত;

(চ) **"বাষ্প নল"** অর্থ ৭.৬২ সেন্টিমিটারের অধিক অভ্যন্তরীণ ব্যাস বিশিষ্ট প্রধান নল যাহার মধ্য দিয়া বাষ্প সরাসরি বয়লার হইতে প্রধান চালিকা যন্ত্রে অথবা অন্য যে সব যন্ত্রে প্রথম ব্যবহার হইবে সেখানে প্রবাহিত হয়, এবং বাষ্প নলের সহিত সংশ্লিষ্ট অন্য কোন সংযুক্ত ফিটিংস ইহার অর্ন্তভুক্ত হইবে;

(ছ) **"কাঠামোগত পরিবর্তন, সংযোজন বা নবায়ন"** অর্থে স্বল্প পরিসরের কোন নবায়ন বা পরিবর্তন অন্তর্ভুক্ত হিসাবে গণ্য হইবে না , যখন কোন অংশ বা ফিটিংসের প্রতিস্থাপিত অংশ বা ফিটিংস ক্ষমতায় অথবা কার্যকারিতায় বা অন্য কোন দিক হইতে প্রতিস্থাপিত অংশ বা ফিটিংসের নিম্নমানের না হয়।

১ক। **যোগান নলের ক্ষেত্রে আইনের প্রয়োগ।**—ধারা ২ এর দফা (চ) এ বর্ণিত "বাষ্প নল" শব্দের ক্ষেত্র ব্যতীত এই আইনের যেক্ষেত্রে বাষ্প নল বা বাষ্প নলসমূহের উল্লেখ রহিয়াছে সেই সকল ক্ষেত্রে উহা যথাক্রমে যোগান নল বা যোগান নলসমূহকে অন্তর্ভুক্ত করিবে মর্মে গণ্য হইবে।

১খ। **ইকোনোমাইজারের ক্ষেত্রে আইনের প্রয়োগ।**— ধারা ১ এর দফা (গগগ), দফা [illegible] এবং দফা (ঙ), ধারা ১১ এর দফা (গ) ও (ঘ), ধারা ২৯ এর দফা (ধ) এবং ধারা [illegible] এই আইনের যেখানেই বয়লার বা বয়লারসমূহের উল্লেখ রহিয়াছে সেইক্ষেত্রে তাহা যথাক্রমে ইকোনোমাইজার বা ইকোনোমাইজারসমূহকেও অন্তর্ভুক্ত করিবে মর্মে গণ্য হইবে।

৩। **প্রয়োগের সীমাবদ্ধতা।**—(১) এই আইনের কোন কিছুই নিম্ন বর্ণিত কোন বয়লার অথবা বাষ্প নলের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে না—

(ক) বাষ্পীয় জাহাজ আইন, ১৯২৩ এর ধারা ২ এর অধীনে সংজ্ঞায়িত কোন বাষ্পীয় জাহাজ অথবা অভ্যন্তরীণ যন্ত্র চালিত জাহাজ আইন, ১৯১৭ এর ধারা ২ এ সংজ্ঞায়িত কোন যন্ত্র চালিত জাহাজের; অথবা

(খ) বাংলাদেশ নৌবাহিনীর মালিকানায় বা নিয়ন্ত্রণে থাকা কোন জাহাজের; অথবা

(গ) সাধারণতঃ হাসপাতালে ব্যবহৃত জীবাণু বা রোগজীবাণু নাশের জন্য ব্যবহৃত কোন শ্রেণীর বয়লার বা বাষ্প নলের ক্ষেত্রে, যদি উক্ত বয়লার বিশ গ্যালোন ধারণ ক্ষমতার অতিরিক্ত না হয়।

(২) সরকার, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, ঘোষণা করিতে পারিবে যে, এই আইনের কোন বিধান রেলওয়ের মালিকানায় বা নিয়ন্ত্রণে থাকা কোন বয়লার বা বাষ্প নল অথবা কোন বিশেষায়িত শ্রেণীর বয়লার অথবা বাষ্প নলের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে না।

৪। **কর্মপরিধি সীমাবদ্ধ করিবার ক্ষমতা।**—সরকার, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, এই আইনের সকল অথবা কোন বিশেষ বিধানের প্রয়োগ হইতে নির্ধারিত কোন এলাকাকে বাদ দিতে পারিবে।

৫। **প্রধান পরিদর্শক এবং পরিদর্শক নিয়োগ।**—(১) এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে সরকার উহার বিবেচনায় উপযুক্ত ব্যক্তিকে পরিদর্শক হিসেবে নিয়োগ দিতে পারিবে এবং এই আইন দ্বারা অথবা ইহার অধীনে পরিদর্শকদের উপর অর্পিত ও আরোপিত দায়িত্ব পালন করিবার স্থানীয় অধিক্ষেত্র নির্ধারণ করিতে পারিবে।

(২) সরকার একইভাবে কোন ব্যক্তিকে প্রধান পরিদর্শক হিসাবে নিয়োগ করিতে পারিবে যিনি তাহার উপরে এই আইনের দ্বারা অথবা এই আইনের অধীনে প্রধান পরিদর্শকের উপর আরোপিত ক্ষমতা এবং কর্তব্য ছাড়াও পরিদর্শকদের উপর অর্পিত বা আরোপিত দায়িত্ব পালন করিতে পারিবেন।

(৩) প্রধান পরিদর্শক এবং অন্যান্য পরিদর্শকগণ দণ্ডবিধিতে সংজ্ঞায়িত অর্থে জনসেবক হিসাবে গণ্য হইবেন।

৬। **অনিবন্ধিত অথবা অপ্রত্যায়িত বয়লার ব্যবহারে বিধি নিষেধ।**—এই আইনে সুনির্দিষ্টভাবে ভিন্নরূপ কোন বিধান না থাকিলে, কোন বয়লারের মালিক বয়লার ব্যবহার করিতে অথবা বয়লারটি ব্যবহারের অনুমতি প্রদান করিতে পারিবে না—

(ক) এই আইনের বিধান অনুসারে যদি নিবন্ধিত না হয়;

(খ) [বিলুপ্ত]

(গ) যদি বয়লার ব্যবহারের জন্য প্রদত্ত সনদপত্র অথবা সাময়িক আদেশ এই আইনের অধীন আপাততঃ বলবৎ না থাকে;

(ঘ) সনদপত্র অথবা সাময়িক আদেশপত্রে নির্ধারিত চাপের অধিকমাত্রার চাপ ব্যবহৃত হয়;

(ঙ) সরকার উপযুক্ততার সনদপত্রধারী ব্যক্তি কর্তৃত্বাধীন বয়লার থাকিবে মর্মে বিধিমালা প্রণয়ন করিয়া থাকিলে, যদি উক্ত বিধিমালা অনুসারে উপযুক্ত সনদপত্রধারী ব্যক্তির কর্তৃত্বাধীন বয়লার না থাকে ঃ

তবে শর্ত থাকে যে, যদি এতদ্‌দ্বারা রহিতকৃত কোন আইনের অধীনে কোন বয়লার নিবন্ধিত অথবা সনদপ্রাপ্ত বা লাইসেন্সপ্রাপ্ত হইয়া থাকে, তাহা হইলে উক্ত বয়লার এই আইনের অধীনে নিবন্ধিত অথবা, ক্ষেত্রমত, সনদপ্রাপ্ত মর্মে গণ্য হইবে।

৭। **নিবন্ধন।**—(১) এই আইনের বিধান অনুসারে কোন বয়লার নিবন্ধিত না হইলে, উহার মালিককে বয়লার নিবন্ধনের জন্য নির্ধারিত ফি প্রদান করিতে হইবে।

(২) উপ-ধারা (১) এর অধীনে আবেদনপত্র প্রাপ্তির পর ত্রিশ দিনের মধ্যে অথবা, আবেদনপত্র প্রাপ্তির তারিখ হইতে নির্ধারিত স্বল্প সময়ের মধ্যে, পরিদর্শক বয়লার পরীক্ষার তারিখ নির্ধারণ করিবেন এবং এই ধরনের তারিখ নির্ধারণকালে মালিককে কমপক্ষে দশ দিনের নোটিশ প্রদান করিতে হইবে।

(৩) নির্ধারিত তারিখে পরিদর্শক বয়লারের মাপ ও পরীক্ষণ শুরু করিবেন এবং নির্ধারিত পদ্ধতিতে বয়লারে ব্যবহৃত হইতে পারে এইরূপ সর্বোচ্চ চাপ, যদি থাকে, নির্ধারণ করিবেন এবং নির্ধারিত ফরমে প্রধান পরিদর্শকের নিকট পরীক্ষণের ফলাফল দাখিল করিবেন।

(৪) প্রধান পরিদর্শক, এই রিপোর্ট প্রাপ্তির পর, —

(ক) বয়লার নিবন্ধন করিবেন এবং, হয় তিনি সঙ্গে সঙ্গে উহার একটি নিবন্ধন নম্বর প্রদান করিবেন অথবা, বয়লার অথবা ইহার সংযোজিত বাষ্প নলে তাহার বিবেচনায় প্রয়োজনীয় কাঠামোগত পরিবর্তন, পরিবর্ধন অথবা নবায়নের পর নিবন্ধনপত্র প্রদান করিবেন, অথবা

(খ) বয়লার নিবন্ধন করিতে অস্বীকার করিবেন ঃ

তবে শর্ত থাকে যে, প্রধান পরিদর্শক কোন বয়লার নিবন্ধন করিতে অস্বীকার করিলে, উহার কারণ উল্লেখপূর্বক বয়লারের মালিককে বিষয়টি সঙ্গে সঙ্গে অবহিত করিবেন।

(৫) প্রধান পরিদর্শক বয়লার নিবন্ধনের পর তাহার বিবেচনা মতে এবং এই আইনের প্রণীত প্রবিধি অনুসারে সর্বোচ্চ চাপমাত্রা অতিক্রম না করিয়া অনধিক বার মাসের জন্য বয়লারের মালিককে সনদপত্র প্রদানের আদেশ জারী করিবেন ঃ

তবে শর্ত থাকে যে, এই উপ-ধারার অধীন ইকোনোমাইজার সম্পর্কে প্রদত্ত সনদপত্রের ক্ষেত্রে অনধিক চব্বিশ মাস ব্যবহারের ক্ষমতা প্রদান করা যাইতে পারে।

(৬) পরিদর্শক প্রধান পরিদর্শকের আদেশ বয়লারের মালিককে সঙ্গে সঙ্গে অবহিত করিবেন এবং নির্দেশ মোতাবেক মালিককে সনদপত্র প্রদান করিবেন এবং যে ক্ষেত্রে বয়লার নিবন্ধিত হইয়াছে, সেই ক্ষেত্রে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে মালিককে বয়লারের গায়ে নির্ধারিত পদ্ধতিতে স্থায়ীভাবে নিবন্ধন নাম্বার অঙ্কিত করিতে হইবে।

৮। **নিবন্ধন পত্র নবায়ন।**—(১) বয়লার ব্যবহারের জন্য সনদপত্র কার্যকর থাকিবে না—

(ক) যখন অনুমোদিত মেয়াদ অতিক্রান্ত হয়; অথবা

(খ) যখন বয়লারে কোন দুর্ঘটনা ঘটে; অথবা

(গ) যখন বয়লারের স্থান পরিবর্তন করা হয়, বয়লারটি আনুভূমিক না হইলে, যদি উহার উত্তপ্ত উপরিতল ১৮.৫৮ বর্গ মিটারের কম হয়, অথবা বহনযোগ্য বা গাড়িতে বহনযোগ্য বয়লার হয়; অথবা

(ঘ) যখন বয়লারের ভিতরে বা বাহিরে কোন কাঠামোগত পরিবর্তন পরিবর্ধন বা নবায়ন করা হয়; অথবা

(ঙ) যখন বয়লারের সহিত সংযোজিত বাষ্প নলের ভিতরে বা বাহিরে কোন কাঠামোগত পরিবর্তন অথবা নবায়ন করা হয়, যদি কোন বিশেষ ক্ষেত্রে প্রধান পরিদর্শক নির্দেশ প্রদান করেন; অথবা

(চ) যখন কোন বয়লার অথবা উহার সহিত সংযোজিত কোন বাষ্প নল বিপদজনক অবস্থায় থাকিবার কারণে ইহার ব্যবহার নিষিদ্ধ করিয়া প্রধান পরিদর্শক অথবা পরিদর্শকের কোন আদেশ বয়লারের মালিকের নিকট প্রেরণ করা হয়।

(২) যে ক্ষেত্রে উপ-দারা (১) এর দফা (চ) এর অধীন কোন আদেশ জারী করা হয়, সেই ক্ষেত্রে যে ভিত্তিতে আদেশ জারী করা হইয়াছে তাহা বয়লারের মালিককে অবহিত করিতে হইবে।

(৩) কোন সনদপত্রের মেয়াদ শেষ হইলে, বয়লারের মালিক পরিদর্শকের নিকট অনূর্ধ্ব বার মাসের জন্য সনদপত্র নবায়নের আবেদন করিতে পারিবেন, এবং তিনি আবেদনপত্রে উক্ত সময়সীমা উল্লেখ করিবেন ঃ

তবে শর্ত থাকে যে, ইকোনোমাইজার সম্পর্কিত সনদপত্রের ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ চব্বিশ মাসের জন্য নবায়নের আবেদন করা যাইবে।

(৪) উপ-ধারা (৩) এর অধীন আবেদনপত্রের সহিত নির্ধারিত ফি জমা দিতে হইবে এবং আবেদনপত্র প্রাপ্তির ত্রিশ দিনের মধ্যে অথবা আবেদনপত্র প্রাপ্তির তারিখ হইতে নির্ধারিত স্বল্প সময়ের মধ্যে, পরিদর্শক বয়লার পরীক্ষার জন্য তারিখ নির্ধারণ করিবেন এবং এই ধরনের তারিখ নির্ধারণের পর মালিককে কমপক্ষে দশ দিনের নোটিশ প্রদান করিতে হইবে ঃ

তবে শর্ত থাকে যে, কোন কাঠামোগত পরিবর্তন, পরিবর্ধন অথবা নবায়নের জন্য সনদপত্রের কার্যকারিতা শেষ হইলে, প্রধান পরিদর্শক ফি মওকুফ করিতে পারিবেন ঃ

আরও শর্ত থাকে যে, ইকোনোমাইজারের ক্ষেত্রে উহার মালিককে পরীক্ষার তারিখ নির্ধারণের পর কমপক্ষে ত্রিশ দিনের নোটিশ প্রদান করিতে হইবে।

(৫) পরিদর্শক উক্ত তারিখে নির্ধারিত পদ্ধতিতে বয়লার পরীক্ষা করিবেন এবং তিনি যদি এই মর্মে সন্তুষ্ট হন যে, বয়লার এবং উহার সহিত সংযোজিত বাষ্প নল অথবা বাষ্প নলসমূহ কার্যোপযোগী রহিয়াছে, তাহা হইলে তিনি উপযুক্ত মনে করিলে এবং এই আইনের অধীন প্রণীত প্রবিধি অনুসারে সর্বোচ্চ চাপমাত্রা নির্ধারণ করিয়া সর্বোচ্চ বার মাসের জন্য উক্ত বয়লারের ব্যবহার সনদপত্র নবায়ন করিতে পারিবেন ঃ

তবে শর্ত থাকে যে, এই উপ-ধারার অধীন কোন ইকোনোমাইজারের সনদপত্র নবায়ন করা হইলে, উহা সর্বোচ্চ চব্বিশ মাস ব্যবহারের জন্য নবায়ন করা যাইবে ঃ

আরও শর্ত থাকে যে, যদি পরিদর্শক—

(ক) কোন সনদপত্র জারীর প্রস্তাব করেন—

(অ) যাহার মেয়াদ আবেদনপত্রে বর্ণিত সময়সীমা অপেক্ষা কম; অথবা

(আ) যে সর্বোচ্চ চাপমাত্রায় বয়লার ব্যবহৃত হইতে পারে তাহা বর্ধিত অথবা হ্রাস করা হয়; অথবা

(খ) মনে করেন যে, বয়লারটি ব্যবহারযোগ্য নয়, তাহা হইলে পরিদর্শক পরীক্ষণ কার্য সমাপ্তির আটচল্লিশ ঘণ্টার মধ্যে তাহার মতামত এবং উক্তরূপ মতামতের কারণ লিখিতভাবে বয়লারের মালিককে জানাইবেন এবং সঙ্গে সঙ্গে বিষয়টি পরবর্তী নির্দেশের জন্য প্রধান পরিদর্শকের নিকট পেশ করিবেন।

(৬) উপ-ধারা (৫) এর অধীনে রিপোর্ট প্রাপ্তির পর প্রধান পরিদর্শক এই আইনের বিধান এবং তাহার অধীনে প্রণীত প্রবিধি সাপেক্ষে, তিনি যেরূপ উপযুক্ত মনে করেন সেইরূপে, সনদপত্র নবায়নের আদেশ দিবেন অথবা নবায়ন করিতে অস্বীকার করিবেন ঃ

তবে শর্ত থাকে যে, প্রধান পরিদর্শক কোন সনদপত্র নবায়ন করিতে অস্বীকার করিলে, অবিলম্বে উহার কারণ উল্লেখপূর্বক বিষয়টি বয়লারের মালিককে অবহিত করিবেন।

(৭) সনদপত্রের মেয়াদ থাকাকালীন যে কোন সময়ে নবায়িত সনদপত্র প্রাপ্তির আবেদন করা হইলে বয়লারের মালিককে এই ধারার কোন কিছুই বয়লার ব্যবহার করা হইতে নিবৃত্ত করিবে না।

৯। সাময়িক আদেশ।—যেক্ষেত্রে পরিদর্শক ধারা ৭ এর উপ-ধারা (৩) অথবা ধারা ৮ এর উপ-ধারা (৫) এর অধীন কোন বয়লার সম্পর্কে প্রধান পরিদর্শকের নিকট রিপোর্ট পেশ করেন, সেইক্ষেত্রে যদি বয়লারটি ধারা ৮ এর উপ-ধারা (১) এর দফা (চ) এর অধীন ব্যবহারের জন্য নিষেধাজ্ঞা প্রাপ্ত বয়লার না হয়, তাহা হইলে তিনি প্রধান পরিদর্শকের আদেশ প্রাপ্তির জন্য অপেক্ষা না করিয়া তিনি যেরূপ উপযুক্ত মনে করেন সেইরূপে এবং এই আইনের অধীনে প্রণীত প্রবিধি অনুসারে

যে সর্বোচ্চ চাপমাত্রা নির্ধারণ করা হয় তাহা অতিক্রান্ত না করিয়া বয়লারটি ব্যবহারের জন্য লিখিতভাবে বয়লারের মালিককে সাময়িক আদেশ প্রদান করিতে পারিবেন। এইরূপ সাময়িক আদেশের কার্যকারিতা সমাপ্ত হইবে—

(ক) এই আদেশ প্রদানের তারিখ হইতে ছয়মাস অতিক্রান্ত হইবার পর; অথবা

(খ) প্রধান পরিদর্শকের নিকট হইতে আদেশ প্রাপ্তির পর; অথবা

(গ) ধারা ৮ এর উপ-ধারা (১) এর দফা (খ), (গ), (ঘ), (ঙ) এবং (চ) এ বর্ণিত যে কোন অবস্থায়, এবং এই ধরণের কার্যকারিতা শেষ হইবার পর সাময়িক সনদপত্র পরিদর্শকের নিকট সমর্পন করিতে হইবে।

১০। **সনদপত্র অনুমোদন বিবেচনাধীন থাকা অবস্থায় বয়লারের ব্যবহার।**—(১) ইতিপূর্বে যাহা কিছুই বর্ণিত হউক না কেন, কোন বয়লারের মালিক সনদপত্রের মেয়াদ উত্তীর্ণ হইলেও যদি তিনি সনদপত্র নবায়নের জন্য নির্ধারিত সময়সীমা উত্তীর্ণ হইবার পূর্বেই আবেদনপত্র দাখিল করিয়া থাকেন, তাহা হইলে তিনি আবেদনপত্রের উপর আদেশ জারী বিবেচনাধীন থাকাকালীন পূর্বের সনদপত্রে নির্দেশিত সর্বোচ্চ চাপমাত্রায় বয়লারটি ব্যবহার করিতে পারিবেন;

(২) সনদপত্রের মেয়াদ উত্তীর্ণের পর ধারা ৮ এর উপ-ধারা (১) এর দফা (খ), (গ), (ঘ), (ঙ) এবং (চ) এ বর্ণিত যে কোন কারণ সংঘটনের ক্ষেত্রে উপ-ধারা (১) এর কোন কিছুই বয়লার ব্যবহারের অনুমোদন প্রদান করে মর্মে গণ্য হইবে না।

১১। **সনদপত্র অথবা সাময়িক আদেশ বাতিল।**—পরিদর্শকের প্রতিবেদনের প্রেক্ষিতে অথবা নিম্নবর্ণিত কারণে, প্রধান পরিদর্শক যেকোন সময়ে কোন সনদপত্র অথবা সাময়িক আদেশ প্রত্যাহার বা বাতিল করিতে পারিবেন—

(ক) যদি এই মর্মে বিশ্বাস করিবার কারণ থাকে যে, সনদপত্র বা সাময়িক আদেশ প্রতারণার মাধ্যমে প্রাপ্ত হইয়াছে অথবা ভুলক্রমে অথবা যথেষ্ট পরীক্ষা ব্যতিরেকে উহা মঞ্জুর করা হইয়াছে; অথবা

(খ) যদি যে বয়লারের জন্য এই সনদপত্র বা আদেশ প্রদান করা হইয়াছে, তাহা ক্ষতিগ্রস্ত হয় অথবা কর্ম-উপযোগী না থাকে; অথবা

(গ) যদি সরকার এই মর্মে বিধি প্রণয়ন করে যে, দক্ষতার সনদপত্রধারী ব্যক্তির দায়িত্বে বয়লার থাকিবে, তাহা হইলে উক্তরূপ বিধিমালার চাহিদা মোতাবেক সনদপত্র প্রাপ্ত ব্যক্তির অধীনে বয়লার না থাকিলে; অথবা

(ঘ) যদি এইরূপ বিধি প্রণয়ন করা না হয়, তাহা হইলে প্রধান পরিদর্শক যদি মনে করেন যে, বয়লার এমন একজন ব্যক্তির দায়িত্বে রহিয়াছে যিনি এই দায়িত্ব পালনের উপযুক্ত নহেন ঃ

তবে শর্ত থাকে যে, প্রধান পরিদর্শক দফা (ঘ) এ বর্ণিত কারণে সনদপত্র অথবা সাময়িক আদেশ প্রত্যাহার বা বাতিল করিলে, তিনি বয়লারের মালিককে লিখিতভাবে প্রত্যাহার বা বাতিলের কারণ অবহিত করিবেন এবং এই ধরণের আদেশ প্রাপ্তির তারিখ হইতে ত্রিশ দিন অতিক্রান্ত না হওয়া পর্যন্ত এই আদেশ কার্যকর হইবে না।

১২। **বয়লার পরিবর্তন এবং নবায়ন।**—এই আইনের অধীনে নিবন্ধিত কোন বয়লারের কাঠামোগত পরিবর্তন, সংযোজন অথবা নবায়ন করা হইবে না, যদি প্রধান পরিদর্শক কর্তৃক লিখিতভাবে এই ধরণের পরিবর্তন, পরিবর্ধন অথবা সংযোজনের অনুমোদন দেওয়া না হয়।

১৩। **বাষ্প নলের পরিবর্তন এবং নবায়ন।**— এই আইনের অধীনে কোন নিবন্ধিত বয়লারের মালিক যদি বয়লারের সাথে সংযোজিত বাষ্প নলে কোন কাঠামোগত পরিবর্তন, পরিবর্ধন অথবা সংযোজন করিতে ইচ্ছুক হন, তাহা হইলে তিনি লিখিতভাবে তাহার ইচ্ছার কথা প্রধান পরিদর্শককে অবহিত করিবেন এবং নির্ধারিতভাবে পরিবর্তন, পরিবর্ধন ও সংযোজন সম্পর্কে প্রতিবেদন দাখিল করিবেন।

১৪। **পরীক্ষণের সময় মালিকের দায়িত্ব।**—(১) এই আইনের অধীনে কোন বয়লার পরীক্ষণের জন্য নির্ধারিত তারিখে বয়লারের মালিক নিম্নবর্ণিত দায়িত্ব পালন করিতে বাধ্য থাকিবেন----

(ক) তিনি পরীক্ষণ কাজ সম্পন্ন করিবার জন্য পরিদর্শককে সম্ভাব্য সকল রকম সহযোগিতা প্রদান করিবেন এবং তাহার নিকট যুক্তিসঙ্গতভাবে যে সকল তথ্য চাওয়া হইবে তাহা প্রদান করিবেন;

(খ) বয়লারটি নির্ধারিত পদ্ধতিতে পরীক্ষণ কাজের জন্য যথাযথভাবে প্রস্তুত রাখিবেন; এবং

(গ) বয়লার নিবন্ধনের জন্য আবেদনের ক্ষেত্রে, নির্ধারিত নকশা, নির্দেশনা, সনদপত্র এবং অন্যান্য তথ্য সরবরাহ করিবেন।

(২) যদি মালিক যুক্তিযুক্ত কারণ ব্যতিরেকে উপ-ধারা (১) এর বিধান প্রতিপালনে ব্যর্থ হন, তাহা হইলে পরিদর্শক বয়লার পরীক্ষা করিতে অস্বীকার করিবেন এবং প্রধান পরিদর্শকের নিকট এ বিষয়ে রিপোর্ট দাখিল করিবেন এবং প্রধান পরিদর্শক, যদি মালিক কর্তৃক ইহার যথেষ্ট কারণ প্রদর্শন করা না হয়, তাহা হইলে ধারা ৮ অথবা, ক্ষেত্রমত, ধারা ৭ এর অধীনে মালিককে নূতন করিয়া আবেদনপত্র দাখিলের নির্দেশ প্রদান করিবেন এবং ধারা ১০ এ যাহাই উল্লেখ থাকুক না কেন, তিনি মালিককে বয়লার ব্যবহার করিতে নিষেধ করিবেন।

১৫। **সনদপত্র, ইত্যাদি উপস্থাপন**।—সনদপত্র অথবা সাময়িক আদেশ প্রাপ্ত কোন বয়লারের মালিক সনদপত্র অথবা আদেশ কার্যকর থাকাকালীন যে কোন যুক্তিযুক্ত সময়ে জেলা ম্যাজিস্ট্রেট অথবা আপাততঃ যে এলাকায় বয়লারটি রহিয়াছে সেই এলাকার এখতিয়ারসম্পন্ন প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেট অথবা প্রধান পরিদর্শক অথবা কোন পরিদর্শক অথবা বাংলাদেশ ফ্যাক্টোরিজ এ্যাক্ট, ১৯৬৫ এর অধীনে নিয়োজিত কোন পরিদর্শক অথবা জেলা ম্যাজিস্ট্রেট কর্তৃক এতদুদ্দেশ্যে লিখিতভাবে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন ব্যক্তি যখনই সনদপত্র বা সাময়িক আদেশ উপস্থাপন করিতে বলিবেন তখনই তাহা উপস্থাপন করিতে বাধ্য থাকিবেন।

১৬। **সনদপত্র, ইত্যাদি হস্তান্তর**।—যদি কোন ব্যক্তি সনদপত্র অথবা সাময়িক আদেশ বলবৎ থাকাকালীন কোন বয়লারের মালিক হন, তাহা হইলে সাবেক মালিক সনদপত্র অথবা সাময়িক আদেশ তাহার নিকট হস্তান্তর করিতে বাধ্য থাকিবেন।

১৭। **প্রবেশের অধিকার**।—কোন পরিদর্শক কোন বয়লার অথবা ইহার সহিত সংযোজিত কোন বাষ্প নল পরিদর্শন বা পরীক্ষণ অথবা এই আইনের কোন বিধান বা ইহার অধীন প্রণীত বিধি বা প্রবিধি প্রতিপালন হইয়াছে বা হইতেছে কিনা তাহা দেখিবার উদ্দেশ্যে তিনি যে এলাকার জন্য নিয়োগপ্রাপ্ত সেই এলাকার মধ্যে কোন স্থান বা ভবন যেখানে কোন বয়লার ব্যবহার করা হইতেছে মর্মে তিনি বিশ্বাস করেন সেখানে যুক্তিযুক্ত যে কোন সময়ে প্রবেশ করিতে পারিবেন।

১৮। **দুর্ঘটনার প্রতিবেদন**।—(১) যদি কোন বয়লারে অথবা বাষ্প নলে কোন দুর্ঘটনা ঘটে, তাহা হইলে মালিক অথবা ইহার দায়িত্বপালনরত ব্যক্তি দুর্ঘটনা ঘটিবার চব্বিশ ঘন্টার মধ্যে লিখিতভাবে পরিদর্শকের নিকট এই দুর্ঘটনার প্রতিবেদন পেশ করিবেন। এ ধরনের প্রতিটি রিপোর্টে দুর্ঘটনার প্রকৃতি এবং ক্ষয়ক্ষতি হইয়া থাকিলে, তাহার সত্য বিবরণ এবং এই দুর্ঘটনায় বয়লারের অথবা বাষ্প নলের অথবা কোন ব্যক্তির ক্ষয়িক্ষতির বিবরণ উল্লেখ থাকিবে এবং তাহা এমনভাবে বিস্তারিত বর্ণনা করিতে হইবে যাহাতে দুর্ঘটনার মাত্রা বিচার করিতে পরিদর্শক সক্ষম হন।

(২) দুর্ঘটনার কারণ, প্রকৃতি অথবা ব্যাপ্তি সম্পর্কে লিখিতভাবে পরিদর্শক যে তথ্য জানিতে চাহিবেন সেই সম্পর্কে প্রতিটি ব্যক্তি তাহার জ্ঞান ও জানামতে সঠিক উত্তর দিতে বাধ্য থাকিবেন।

১৯। **প্রধান পরিদর্শকের নিকট আপীল**।—যদি কোন ব্যক্তি মনে করেন যে, তিনি নিম্নবর্ণিত কারণে ক্ষতিগ্রস্থ হইয়াছেন—

(ক) এই আইন দ্বারা বা ইহার অধীনে প্রাপ্ত ক্ষমতাবলে কোন পরিদর্শক কর্তৃক প্রদত্ত বা ঈপ্সিত কোন আদেশ দ্বারা; অথবা

(খ) এই আইনের অধীনে করা যায় বা জারী করা যায় এবং তিনি পাইতে পারেন অথবা পাওয়ার অধিকারী এমন কোন আদেশ প্রদান করিতে অথবা সনদপত্র প্রদান করিতে যদি কোন পরিদর্শক অস্বীকার করেন,

তাহা হইলে এইরূপ আদেশ অথবা প্রত্যাখানের বিষয়টি জানানোর তারিখ হইতে ত্রিশ দিনের মধ্যে তিনি প্রধান পরিদর্শকের নিকট এই আদেশ অথবা প্রত্যাখানের বিরুদ্ধে আপীল করিতে পারিবেন।

২০। **আপীল কর্তৃপক্ষের নিকট আপীল।**—কোন ব্যক্তি যদি মনে করেন যে তিনি প্রধান পরিদর্শক কর্তৃক নিম্নবর্ণিত বিষয় মূলে প্রদত্ত আদেশ অথবা আপীল আদেশের কারণে সংক্ষুব্ধ হইয়াছেন—

(ক) কোন বয়লার নিবন্ধনে অস্বীকৃতি অথবা কোন বয়লার সম্পর্কিত সনদপত্র অনুমোদন অথবা নবায়ন করিতে অস্বীকৃতি; অথবা

(খ) আবেদনকৃত সম্পূর্ণ সময়ের জন্য সনদপত্র প্রদানে অস্বীকৃতি; অথবা

(গ) কাঙ্খিত সর্বোচ্চ চাপমাত্রায় বয়লার ব্যবহারের ক্ষমতা প্রদান করিয়া সনদপত্র প্রদানে অস্বীকৃতি; অথবা

(গ) কোন সনদপত্র অথবা সাময়িক আদেশ প্রত্যাহার বা বাতিল; অথবা

(ঙ) কোন সনদপত্রে নির্ধারিত চাপমাত্রা কমিয়ে দেওয়া অথবা যে সময়ের জন্য সনদপত্র প্রদান করা হইয়াছে তাহার মেয়াদ কমিয়ে দেওয়া; অথবা

(চ) কোন বয়লার অথবা বাষ্প নলে কাঠামোগত পরিবর্তন, সংযোজন অথবা পরিবর্ধন করিতে আদেশ প্রদান অথবা বয়লারের কোন কাঠামোগত পরিবর্ধন, পরিবর্তন অথবা সংযোজনের অনুমোদন প্রত্যাখ্যান;

তাহা হইলে তিনি এইরূপ আদেশ প্রাপ্তির ত্রিশ দিনের মধ্যে এই আইনের অধীন সরকার কর্তৃক গঠিত আপীল কর্তৃপক্ষের নিকট প্রধান পরিদর্শকের উক্তরূপ আদেশের বিরুদ্ধে আপীল করিতে পারিবেন।

২১। **আদেশের চূড়ান্ততা।**—২০ ধারায় আপীল কর্তৃপক্ষের কোন আদেশ এবং ১৯ ও ২০ ধারার অন্য কোন বিধান না থাকিলে, প্রধান পরিদর্শক অথবা কোন পরিদর্শকের আদেশ চূড়ান্ত বলিয়া বিবেচিত হইবে এবং কোন আদালতে এ বিষয়ে কোন প্রশ্ন করা যাইবে না।

২২। **স্বল্প পরিমাণ জরিমানা।**—কোন বয়লার মালিক যদি—

(১) ধারা ৯ অনুযায়ী আবশ্যক হইলে, সাময়িক আদেশ সমর্পন করিতে, অথবা

(২) ধারা ১৫ অনুযায়ী দাখিলের নির্দেশ দেওয়া সত্ত্বেও, সনদপত্র বা সাময়িক দাখিল করিতে, অথবা

(৩) ধারা ১৬ অনুযায়ী নূতন মালিকের নিকট সনদপত্র বা সাময়িক আদেশ হস্তান্তর করিতে অস্বীকার করেন বা যুক্তিযুক্ত কারণ ছাড়াই উহা করিতে অবহেলা করেন,

তাহা হইলে উহা শাস্তিযোগ্য হইবে এবং সর্বোচ্চ দুই হাজার টাকা জরিমানা করা যাইবে।

২৩। **অবৈধভাবে বয়লার ব্যবহারের শাস্তি**।—এই আইনের অধীন যেক্ষেত্রে বয়লার ব্যবহারের জন্য সনদপত্র অথবা সাময়িক আদেশের প্রয়োজন হয়, সেইক্ষেত্রে যদি বয়লারের কোন মালিক কোন সনদপত্র বা আদেশ ব্যতীত অথবা অনুমোদিত চাপমাত্রার বেশী চাপে বয়লার ব্যবহার করেন, তাহা হইলে তাহাকে অনধিক দশহাজার টাকা জরিমানা করা যাইবে এবং যদি ঐ ক্ষেত্রে এই ধরণের অপরাধের পুনরাবৃত্তি ঘটিতে থাকে, তাহা হইলে প্রথম দিনের পর অতিরিক্ত প্রতিদিনের জন্য দুই হাজার টাকা হারে জরিমানা করা যাইবে।

২৪। **অন্যান্য জরিমানা**।—যদি কোন ব্যক্তি—

(ক) [বিলুপ্ত]

(খ) বয়লারের মালিক হওয়া সত্ত্বেও, এই আইনের অধীনে বয়লারের জন্য অনুমোদিত নিবন্ধন নম্বর ধারা ৭-এর উপ-ধারা (৬) মোতাবেক বয়লারের গায়ে অঙ্কিত করিতে ব্যর্থ হন; অথবা

(গ) ধারা ১২ মোতাবেক প্রধান পরিদর্শকের পূর্ব অনুমতি ব্যতিরেকে বয়লারে কোন কাঠামোগত পরিবর্তন, পরিবর্ধন বা সংযোজন করেন বা ধারা ১৩ মোতাবেক প্রধান পরিদর্শককে পূর্বে অবহিত না করিয়া বাষ্প নলে অনুরূপ কোন কাজ করেন; অথবা

(ঘ) ধারা ১৮ মোতাবেক বয়লার অথবা বাষ্প নলের কোন দুর্ঘটনার রিপোর্ট করিতে ব্যর্থ হন; অথবা

(ঙ) বয়লারের সেফটি ভালবে টেম্পারের মাধ্যমে এমন অবস্থা করেন যে কারণে এই আইনের অধীনে নির্ধারিত সর্বোচ্চ চাপমাত্রায় বয়লার ব্যবহার সম্ভব না হয়; অথবা

(চ) কোন বদ্ধ ভেসেলে ২২.৭৫ লিটারের অধিক ক্ষমতায় বেশি চাপমাত্রার মাধ্যমে অবৈধভাবে বাষ্প উৎপাদন করেন,

তাহা হইলে তাহাকে অনধিক দশ হাজার টাকা জরিমানা করা যাইবে।

২৫। **নিবন্ধন নম্বর টেম্পার করিবার জরিমানা**।—(১) যদি কোন ব্যক্তি আইন অথবা এতদ্দ্বারা রহিতকৃত কোন আইনের বিধান অনুসারে বয়লারের গায়ে অঙ্কিত নিবন্ধন নম্বর অপসারণ, পরিবর্তন, বিকৃত বা অদৃশ্যমান করেন অথবা অন্য কোনভাবে টেম্পার করেন, তাহা হইলে তাহাকে অনধিক দশ হাজার টাকা জরিমানা করা যাইবে।

(২) যদি কোন ব্যক্তি এই আইন বা এতদ্দ্বারা রহিতকৃত কোন আইনের অধীনে বরাদ্দ করা হয় নাই এইরূপ কোন নিবন্ধন নম্বর বয়লারের গায়ে প্রতারণামূলকভাবে অঙ্কিত করেন, তাহা হইলে তিনি সর্বোচ্চ দুই বৎসরের কারাদণ্ড বা অর্থদণ্ড অথবা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হইবেন।

২৬। **মামলা দায়েরের সময়সীমা ও পূর্ব অনুমোদন।**—এই আইনের অধীন শাস্তিযোগ্য কোন অপরাধ সংঘটনের ছয় মাসের মধ্যে মামলা দায়ের করিতে হইবে এবং প্রধান পরিদর্শকের পূর্ব অনুমোদন ব্যতীত এই ধরণের কোন মামলা দায়ের করা যাইবে না।

২৭। **অপরাধের বিচার।**—প্রথম শ্রেণীর ম্যজিস্ট্রেট আদালতের নিম্নের কোন আদালতে এই আইনের অধীনে শাস্তিযোগ্য কোন অপরাধের বিচার করা যাইবে না।

২৭ক। **বয়লার বোর্ড।**—(১) ধারা ২৮ এর অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে বয়লার বোর্ড নামে একটি বোর্ড গঠিত হইবে।

(২) সরকার কর্তৃক নিযুক্ত একজন চেয়ারম্যান **এবং দুইজন** সদস্য সমম্বয়ে বোর্ড গঠিত হইবে।

(৩) [বিলুপ্ত]

(৪) বোর্ডের উপ-আইন বা ইহার নিজস্ব কর্মপদ্ধতি অনুসারে পরিচালিত হইবার পূর্ণ ক্ষমতা থাকিবে এবং বোর্ডের নামে সকল প্রকার কার্য সম্পাদিত হইবে।

(৫) বোর্ড গঠনে কোন শূন্যতা থাকা সত্ত্বেও বোর্ডের ক্ষমতা প্রয়োগ করা যাইবে।

২৮। **প্রবিধি প্রণয়নের ক্ষমতা।**—সরকার, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, নিম্নবর্ণিত সকল বা যে কোন উদ্দেশ্যে এই আইনের সহিত সংগতি রাখিয়া প্রয়োজনীয় প্রবিধি প্রণয়ন করিতে পারিবে, যথা ঃ—

(ক) এই আইনের অধীন বয়লার নিবন্ধন ও প্রত্যয়নের জন্য আবশ্যক গুরুত্বপূর্ণ নকশা ও বয়লার নির্মাণের বিষয়ে মানসম্মত শর্তাবলী নির্ধারণ;

(কক) কোন্ পরিস্থিতিতে, কতটুকু এবং কি শর্ত সাপেক্ষে, দফা (ক) এ বর্ণিত মানসম্মত শর্তের ব্যতিক্রম করা যাইবে তাহা নির্ধারণ;

(খ) বয়লারে সর্বোচ্চ যে চাপমাত্রা ব্যবহার করা যাইবে তাহা নিরূপণের পদ্ধতি নির্ধারণ;

(গ) বয়লারের নিবন্ধন নিয়ন্ত্রণ, নিবন্ধনের জন্য পরিশোধযোগ্য ফি, যে সকল নকশা, বিনির্দেশ, সনদপত্র এবং বিবরণ মালিককে সরবরাহ করিতে হইবে তাহা নির্ধারণ, বয়লার পরীক্ষার পদ্ধতি নির্ধারণ, পরিদর্শকের রিপোর্ট প্রদানের ফরম, নিবন্ধন নম্বর চিহ্নিত করিবার পদ্ধতি এবং বয়লারের গায়ে কতদিনের মধ্যে নিবন্ধন নম্বর অঙ্কিত করিতে হইবে তাহার সময়সীমা নির্ধারণ;

(ঘ) বয়লার ও বাষ্প নল পরিদর্শন ও পরীক্ষণ নিয়ন্ত্রণ এবং ইহার জন্য সনদপত্রের ফরম নির্ধারণ;

(ঙ) বয়লারের মধ্যে কাজ করিবার সময় কর্মরত ব্যক্তিদের নিরাপত্তা; এবং

(চ) অন্যান্য বিষয় যাহা বোর্ডের মতে শুধু স্থানীয় গুরুত্বের বিষয় নহে।

২৯। **বিধি প্রণয়নের ক্ষমতা।**—সরকার, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, নিম্নবর্ণিত সকল বা যে কোন উদ্দেশ্যে এই আইন বা ইহার অধীন প্রণীত বিধির সহিত সংগতি রাখিয়া প্রয়োজনীয় বিধি প্রণয়ন করিতে পারিবে, যথা ঃ—

(ক) প্রধান পরিদর্শক ও পরিদর্শকের যোগ্যতা ও দায়িত্ব নির্ধারণ, তাহারা যথাক্রমে যে কর্তৃপক্ষের অধঃস্তন থাকিবেন তাহা নির্ধারণ বা গঠন এবং উক্ত কর্তৃপক্ষের প্রশাসনিক নিয়ন্ত্রণের সীমা নির্ধারণ;

(খ) বয়লার স্থানান্তর নিয়ন্ত্রণ;

(গ) এই আইনের অধীন প্রণীত প্রবিধান অনুসারে বয়লার নিবন্ধন ও প্রত্যয়ন সম্পর্কিত বিধান;

(ঘ) দক্ষতার সনদপত্রধারী ব্যক্তিগণের দায়িত্বে বয়লার রাখা এবং এই ধরণের সনদপত্রের শর্তাবলী নির্ধারণ;

(ঙ) ধারা ৭ অথবা ৮ অনুসারে পরিদর্শকগণ কর্তৃক বয়লার পরীক্ষণের সময়সীমা নির্ধারণ;

(চ) নবায়িত সনদপত্র ইস্যু করিবার জন্য পরিশোধযোগ্য ফি নির্ধারণ এবং প্রতিটি ক্ষেত্রে এই ফি এর পরিমাণ নির্ধারণ;

(ছ) দুর্ঘটনার তদন্ত নিয়ন্ত্রণ;

(জ) ধারা ২০ এ বর্ণিত আপীল কর্তৃপক্ষ গঠন এবং ইহার ক্ষমতা ও কার্যপদ্ধতি নির্ধারণ;

(ঝ) এই আইনের অধীনে আরোপিত ফি, খরচ এবং জরিমানা নিষ্পত্তির পদ্ধতি নির্ধারণ;

(ঞ) সরকারের মতে শুধু দেশের অভ্যন্তরে গুরুত্বপূর্ণ বলিয়া বিবেচিত যে কোন বিষয়।

৩০। **বিধি অমান্যের জরিমানা।**—ধারা ২৮ বা ২৯ এর অধীনে প্রণীত বিধি বা প্রবিধির পরিপন্থী কোন কিছু শাস্তিযোগ্য অপরাধ হিসাবে গণ্য হইবে যাহা ভঙ্গের জন্য অনধিক একশত টাকা জরিমানা করিবার বিধান করা যাইবে।

৩১। **বিধি ও প্রবিধিমালা প্রকাশ।**—(১) ধারা ২৮ ও ২৯ এর অধীন বিধি ও প্রবিধিমালা প্রণয়নের ক্ষমতা প্রাক-প্রকাশনা সাপেক্ষে, কার্যকর হইবে।

(২) এইরূপে প্রণীত বিধি ও প্রবিধিমালা সরকারি গেজেটে প্রকাশ করিতে হইবে এবং প্রকাশের পর উহা এইরূপভাবে কার্যকর হইবে যেন তাহা এই আইনের বিধান।

৩২। **ফি ইত্যাদি আদায়।**—এই আইনের অধীন আরোপিত সকল ফি, খরচ এবং জরিমানা ভূমি রাজস্বের বকেয়া আদায়ের ন্যায় আদায়যোগ্য হইবে।

৩৩। **সরকারের প্রতি এই আইনের প্রয়োগযোগ্যতা।**—ভিন্নরূপ কোন সুস্পষ্ট বিধান না থাকিলে, সরকারের মালিকানাধীন বয়লার বা বাষ্প নলের ক্ষেত্রে, এই আইনের বিধান প্রযোজ্য হইবে।

৩৪। **অব্যাহতি এবং জরুরী অবস্থায় ক্ষমতা স্থগিতকরণ।**—(১) সরকার, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, কোন বয়লার অথবা কোন শ্রেণী বা ধরনের বয়লার যাহা শুধুমাত্র ভবনে তাপপ্রদান অথবা গরম পানি সরবরাহের কাজে ব্যবহার করা হয় তাহা, উহার মতে উপযুক্ত শর্তাবলী ও নিয়ন্ত্রণ সাপেক্ষে, এই আইনের আওতা বহির্ভূত রাখিতে পারিবে।

(২) জরুরী অবস্থায়, সরকার লিখিতভাবে সাধারণ বা বিশেষ আদেশ দ্বারা, কোন বয়লার অথবা বাষ্প নলকে এই আইনের আওতা বহির্ভূত রাখিতে পারিবে।

৩৫। [বিলুপ্ত]

তফসিল [বিলুপ্ত]

মোঃ মাছুম খান (উপ-সচিব), উপ-নিয়ন্ত্রক, বাংলাদেশ সরকারি মুদ্রণালয়, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
মোঃ মজিবুর রহমান (যুগ্ম-সচিব), উপ-নিয়ন্ত্রক, বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত। www.bgpress.gov.bd